ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট

তামাক চাষ সম্প্রসারণ ও কোম্পানীর প্রভাব

তামাকের কারণে দিন দিন স্বাস্থ্য ও মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে চলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার[১] ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে প্রতি বছর বিশ্বে ১২ লক্ষাধিক অধূমপায়ী পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যায়, যার অধিকাংশই শিশু ও নারী। এছাড়াও টোব্যাকো এটলাস ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এক লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে মারা যায়। তামাক ক্যান্সার, এজমাসহ অসংক্রামক রোগের পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর মতো সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে। এসব রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রতিবছর ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।[২] তামাকের কারণে সৃষ্ট মৃত্যুঝুঁকি থেকে সকল বয়সী জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখতে হলে নানামুখী কর্মপন্থা নির্ধারন করা জরুরী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় বাস্তবায়নে এ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং দেশের খাদ্য উৎপাদনযোগ্য জমি এবং মাটির উর্বরতা রক্ষায় তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চাষ নিয়ন্ত্রণের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। বিবিএস এর তথ্যমতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে[৩] দেশে প্রায় ৪০,৪৮৮ হেক্টর বা ১,৬০,০৭৭ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করা হয়েছে। যা শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরী করছে না পাশাপাশি এই বিষবৃক্ষ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, বিপনন সকল স্তরেই স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং অর্থনীতির জন্য ক্ষতি করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে এর চাষ নিরুৎসাহিত করার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রনে প্রতিবন্ধকা সৃষ্টিতে কোম্পানীগুলো নানাভাবে দেশে এর চাষ সম্প্রসারণ করছে। এই গবেষনা প্রতিবেদনের মাধ্যমে তামাক চাষ সম্প্রসারণে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত তথ্য খুজেঁ বের করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো-

তামাক চাষে স্থানীয় কৃষি বিভাগের সুবিধা প্রদাণ-তামাক চাষ সম্প্রসারণে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কৌশল অব্যহত রাখলেও দেশের সব জায়গায় এর প্রয়োগ পদ্ধতি একরকম নয়। তামাক চাষের এলাকাগুলোতে বিভিন্ন কোম্পানি সরাসরি চাষীদের নগদ অর্থ, বীজ, সার, কীটনাশক এবং ঋণ দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায, শুধুমাত্র কোম্পানীগুলো নয় সরকারের স্থানীয় কৃষি বিভাগও বিভিন্ন সুবিধা[৪](সেচ, সার, বিদ্যুত) দিয়ে কৃষকদের তামাক চাষে সহায়তা করছে।

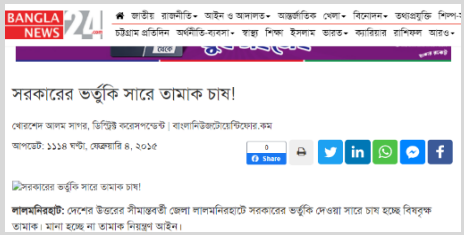
BANGLA NEWS 24

সরকারের ভর্তুকি সারে তামাক চাষ!

খোরশেদ আলম সাগর, ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১১:৪ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০১৫

সরকারের ভর্তুকি সারে তামাক চাষ!

লালমনিরহাট: দেশের উত্তরের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাটে সরকারের ভর্তুকি দেওয়া সারে চাষ হচ্ছে বিষবৃক্ষ তামাক। মানা হচ্ছে না তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন।

কৃষি বিপনন আইন, ২০১৮ : "কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮" সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি আইন। এ আইনটিতে ৩২টি ধারা এবং ২টি তপশিল রয়েছে। আইনের তপশিল ১ (খ)[৫] তে তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটির লক্ষ্য হচ্ছে, জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের (কৃষিপণ্য বলিতে তপশিল ১ এ উল্লেখিত পন্য অর্থাৎ তামাকও রয়েছে) মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; বিপণন ও ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত ও সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; মূল্য সহায়তা প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ; শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; ইত্যাদি। আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় দেশব্যাপী তামাক চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে।

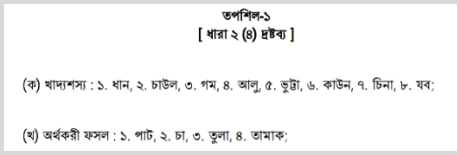
তপশিল-১
[ধারা ২ (ঙ) দ্রষ্টব্য]

(ক) খাদ্যশস্য : ১. ধান, ২. চাউল, ৩. গম, ৪. আলু, ৫. ভুট্টা, ৬. কাউন, ৭. চিনা, ৮. যব;

(খ) অর্থকরী ফসল : ১. পাট, ২. চা, ৩. তুলা, ৪. তামাক;

পাঠ্যপুস্তকে তামাক অর্থকরী ফসল- পাঠ্যপুস্তকে তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিষয়টি উল্লেখ করার পরও পঞ্চম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (৩৪ পৃষ্ঠা)[৬] এবং অষ্টম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (১৩৩ পৃষ্ঠা)[৭] এ তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতি সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

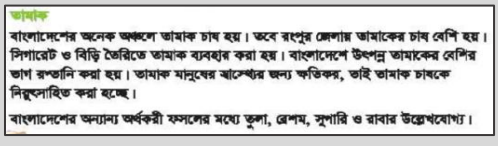
তামাক

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে তামাক চাষ হয়। তবে রংপুর জেলায় তামাকের চাষ বেশি হয়। সিগারেট ও বিড়ি তৈরিতে তামাক ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন তামাকের বেশির ভাগ রপ্তানি করা হয়। তামাক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে তুলা, রেশম, সুপারি ও রাবার উল্লেখযোগ্য।

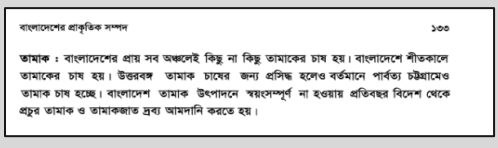
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ১৩৩

তামাক : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু তামাকের চাষ হয়। বাংলাদেশে শীতকালে তামাকের চাষ হয়। উত্তরবঙ্গ তামাক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামেও তামাক চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশ তামাক উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রতিবছর বিদেশ থেকে প্রচুর তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করতে হয়।

[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, Fact sheets-Tobacco
[২] প্রোএক্টি এবং বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি- A Health Cost Appoarch
[৩] বিবিএস রিপোর্ট ২০১৯-২০২০
[৪] সরকারের ভর্তুকি সারে তামাক চাষ!, বাংলা নিউজ ২৪.কম
[৫] কৃষি বিপনন আইন- ২০১৮, তপশিল ১ (খ)
[৬] "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (৩৪ পৃষ্ঠা)
[৭] "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (১৩৩ পৃষ্ঠা)

বিএটিবি এর পরিচালনা পর্ষদে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব ঃ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি) এর ওয়েব সাইটে প্রদত্ত তথ্যানুসারে, বিগত দশ বছরে পরিচালকবৃন্দের তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ ২১ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন সময়ে বিএটিবির পরিচালনা পর্ষদের সাথে ছিলেন এবং বর্তমানেও অনেকে যুক্ত রয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রনালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ[৮]। বিএটিবি তে বাংলাদেশ সরকারের শেয়ার রয়েছে মাত্র ৯.৮৫% (BATB website অনুসারে) অথচ এত সামান্য শেয়ারের বিপরীতে বর্তমানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবির) এর কার্যনির্বাহী পরিষদের ১১ জন সদস্যের[৯] মধ্যে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের রয়েছেন ৫ জন (২০২১-২০২২ অর্থবছর)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দর তামাক কোম্পানীতে প্রতিনিধিত্ব দুটি বিষয় পরস্পর সাংঘর্ষিক।

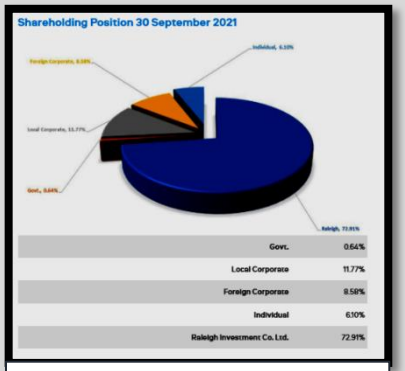

The Raleigh Investment Co. Ltd. holds 72.91% of our shares; 6.05% is owned by Investment Corporation of Bangladesh; Sadharan Bima Corporation holds 2.82%; Bangladesh Development Bank Limited holds 0.34%; Govt holds 0.64%; Corporate Investor hold 14.20% and 3.03% is owned by individual investor.

পাঠ্যপুস্তকে তামাক অর্থকরী ফসল- বর্তমান পাঠ্যপুস্তকেও তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতি করে তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিষয়টি উল্লেখ করার পরও পঞ্চম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (৩৪ পৃষ্ঠা)[১০] এবং অষ্টম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (১৩৩ পৃষ্ঠা)[১১] তে তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতি সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তামাক চাষের পক্ষে গবেষনা প্রকাশঃ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান[১২] তামাক চাষের উপর গবেষণা প্রকাশ করে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের ১৩ জুলাই এধরনের একটি গবেষনা প্রতিবেদন নিয়ে *Bangladesh Agricultural University* এর ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের মাধ্যমে "changing socioscapes of farming communities" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে শিক্ষক এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে তামাক চাষকে বাংলাদেশের কৃষকদের জন্য একটি বড় আশার জায়গা উল্লেখ করা হয় (BAU, 2017)। অবাক করা বিষয় এই যে, Bangladesh Agricultural University এর ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের পরিচালনায় এই গবেষণার সুপারিশে তামাক নি:সন্দেহে চাষীদের জন্য একটি ভালো বিকল্প হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তামাক চাষের টেকসই উন্নয়ন, উন্নত ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উচ্চ লাভ নিশ্চিতে এখানে জোরালো সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও বিএটিবির অর্থনৈতিক সুবিধাদির মাধ্যমে[১৩] বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা তামাকে চাষের পক্ষে গবেষণা প্রকাশ করে যাচ্ছে।

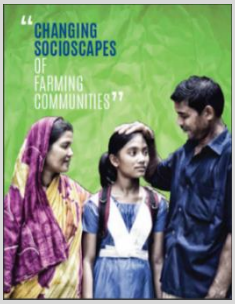

কৃষি বিশ্ববদ্যিালয়ের পাঠ্যসূচিতে পরোক্ষভাবে তামাক ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সরাসরি অর্ন্তভুক্ত না থাকলেও অর্থকরী ফসল হিসেবে ধান, পাট, মেস্তা, গম, চা এর সাথে তামাকের জাত, রোগ, বালাই, দমন ইত্যাদি বিশদভাবে কয়েকটি ক্লাসে ব্যাখ্যা করা হয়। যা অর্থকরী ফসল হিসেবে তামাক চাষে আগ্রহী করে তোলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের তামাক কোম্পানিতে চাকুরী করার ক্ষেত্রে উৎসাহী করে তোলে। তামাক চাষকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক।

তামাক চাষে কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের সহায়তা ঃ কৃষিমূল্য উপদেষ্টা কমিটির তামাক ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি মনিটরিং ক্ষেত্রেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদাণ ও সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। কৃষি সচিব এর সভাপতিত্বে ১৩ মার্চ ২০১৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তামাক এর সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারনী সভা আয়োজন করা হয়[১৪] যা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

[8] বিএটিবি এর পরিচালনা পর্ষদে এখন পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব
[9] ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিবির) কার্যনির্বাহী ১১ জন সদস্য
[10] "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (৩৪ পৃষ্ঠা)
[11] "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (১৩৩ পৃষ্ঠা)
[12] বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
[১৩] বিএটিবির অর্থনৈতিক সুবিধাদির মাধ্যমে
[১৪] তামাক চাষে কৃষি বিপনন অধিদপ্তরের সহায়তা

তামাক চাষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা ঃ [১৫]কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯ সালের জুন মাসে প্রকাশিত "বাংলাদেশে প্রচলিত উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের কীটপতঙ্গের তালিকা সংক্রান্ত চূড়ান্ত রিপোর্টে মাদকদ্রব্য এবং বেভারেজের মধ্যে চা ও তামাককে বাংলাদেশের দুটি প্রধান ফসল হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে (পেইজ-৩৩২)। প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যে আরো দেখা গেছে, তামাকের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের তামাকের রোগ, বালাইনাশক সম্পর্কে তথ্য সহায়তা প্রদান করছে।

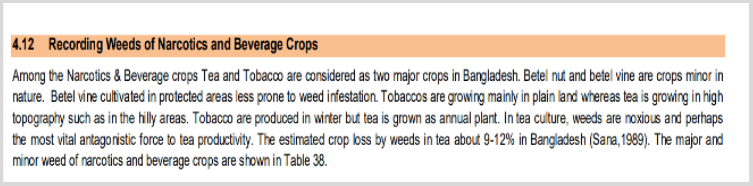

4.12 Recording Weeds of Narcotics and Beverage Crops

Among the Narcotics & Beverage crops Tea and Tobacco are considered as two major crops in Bangladesh. Betel nut and betel vine are crops minor in nature. Betel vine cultivated in protected areas less prone to weed infestation. Tobaccos are growing mainly in plain land whereas tea is growing in high topography such as in the hilly areas. Tobacco are produced in winter but tea is grown as annual plant. In tea culture, weeds are noxious and perhaps the most vital antagonistic force to tea productivity. The estimated crop loss by weeds in tea about 9-12% in Bangladesh (Sana,1989). The major and minor weed of narcotics and beverage crops are shown in Table 38.

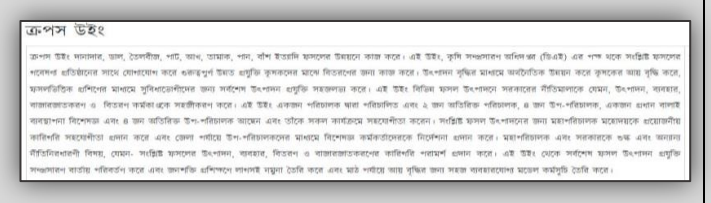

কৃষক ক্লাবের মাধ্যমে তামাক চাষীদের প্রশিক্ষণ ঃ দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএমের মাধ্যমে চাষীদের উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের কৌশল কাজে লাগিয়ে করা হচ্ছে তামাক চাষ । একটি গবেষণায় দেখা যায় দেশব্যাপী আইপিএম ক্লাবের পেছনে রয়েছে দেশের বৃহৎ তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক চাষীদের আয়ত্তে রাখার জন্য এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত তামাক চাষীরা কোম্পানির পক্ষে প্রচারণাসহ নানবিধ কাজ করে। ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিএটিবি **শিখড়**[১৬] নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা বলে এর অন্তরালে তামাক চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

ক্রপস উইংঃ খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ক্রপ উইং শাখা দানাদার, ডাল, তৈলবীজ, পাট, আখ, পান, বাঁশ ইত্যাদি ফসলের উন্নয়নে কাজ করে। ক্রপ উইং এর ওয়েব সাইটে প্রদত্ত তথ্যানুসারে অন্যান্য ফসলের সাথে তামাক চাষ নিয়ে গবেষণা করার তথ্য পাওয়া গেছে।[১৭]

কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণঃ দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কম সময়ে অল্প জায়গায় অধিক শস্য উৎপাদন, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে কৃষি সম্প্রসারণের আওতাধীন আইএফএমসি[১৮] মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তারই অংশ হিসেবে বিএটিবি আইএফএমসির [১৯]প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের আড়ালে তামাক চাষে সম্পৃক্ত করছে।

উপোরোক্ত গবেষনার আলোকে Work For a Better Bangladesh (WBB) Trust বিগত দিনে তাদের কাজের অভিজ্ঞতায় তামাক চাষের সম্প্রসারণ বন্ধ ও তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে নীতিসমুহ সুরক্ষায় কাজ করে চলেছে। কাংখিত লক্ষ্যে পৌছাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে কয়েকটি সুপারিশ-

- তামাক কোম্পানী থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার
- তামাক চাষ নীতি চুড়ান্তকরণ
- এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য তামাক কোম্পানীর সাথে সম্পর্ক বিষয়ক আচরণ বিধি প্রণয়ন
- কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট আইন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো তামাক নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ও যুগোপযোগী করা।

গবেষনা ও বিশ্লেষন : সৈয়দা অনন্যা রহমান, কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট
মোঃ আরিফ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট
কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট

যোগাযোগের তথ্য
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, web site-www.wbbtrust.org, Email-info@wbbtrust.org

---

[১৫] কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে তামাক চাষে সহায়তা
[16] বিএটিবি শিখড়
[17] ক্রপস উইং
[18] আইএফএমসি
[19] বিএটিবি আইএফএমসি